সনদ আইনের গুরুত্ব (Importance of Charter Act)

1813 খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এই সনদ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয় এবং ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা দিতে শুরু করল। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের প্রস্তাব আজও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

(i) 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে গ্রান্টের প্রস্তাব আংশিকভাবে মেনে নেওয়ার ফলে মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতাও দেওয়া হল। ফলে মিশনারিরা নবোদ্যমে পুস্তক প্রকাশ, নারীশিক্ষা বিস্তারে, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজ শুরু করলেন, মিশনারিরা বহু শিক্ষিত লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে লাগলেন। মিশনারিদের প্রতি কোম্পানির মনোভাব প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং মিশনারিরা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিলেন। এ সময় থেকেই কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারিরা অধিকতর উদ্যমে ধর্মপ্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারে অগ্রসর হয়েছিলেন।

(ii) সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে সরকারিভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এখানেই ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সরকারি অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

(iii) সনদ আইনের 43নং ধারায় ভারতের জনশিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে সনদ আইনে এমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল যে, তা প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরে তা নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষা, মাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে তিক্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।

Scanned with CamScanner

(iv) 1813 খ্রিস্টাব্দে যে সনদ আইন প্রবর্তিত হয় তাতে আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ, তৎকালীন ভারত শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।

(v) সনদ আইনে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পথকে অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল অর্থাৎ, পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চার্টার আইনের তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(vi) 1813 খ্রিস্টাব্দের আইনে যেমন পরোক্ষভাবে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তেমনই আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আজও সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি চলছে।

(vii) সনদ আইনকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারম্ভ বলে ধরা হয়ে থাকে। কারণ এই সনদের দ্বারা গ্রান্ট ও উইলবারফোর্সের আন্দোলনের সমাপ্তি হয়, ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষাদান কোম্পানির অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ধার্য হয়, বছরে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক হয়।

viii) সনদ আইনে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বীজ বপন করা হয়। এখনও স্বাধীন ভারতে তার রেশ অব্যাহত রয়েছে, বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীন ভারতের জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃত।

Scanned with CamScanner

4. সনদ আইন কী? (What is Charter Act?)
5. প্রাচ্য-পশ্চাত্য দ্বন্দ্ব কত সালে শুরু হয়? এই দ্বন্দ্বের মূল বিষয় কী ছিল? (In which year the Oriental-Occidental Controversy is started? What was the main issue of that controversy?
6. GCPI এর পুরো নাম কী? এই কমিটি কবে গঠিত হয়? (What is the full form of GCPI? When does this committee formed?)
7. GCPI কে এবং কেন গঠন করেন? (Who formed GCPI and why?)
8. মেকলে মিনিট বলতে কী বোঝো? (What do you understand by Macaulay Minute?)
9. মেকলের 'চুঁইয়ে পড়া নীতি' কী? (What is Maculay's 'Downward Filtration Theory'?)

Scanned with CamScanner